Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

অপরাজিতা
নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের প্রতি পুরুষ সহকর্মীদের আচরণ বিষয়ক গবেষণা

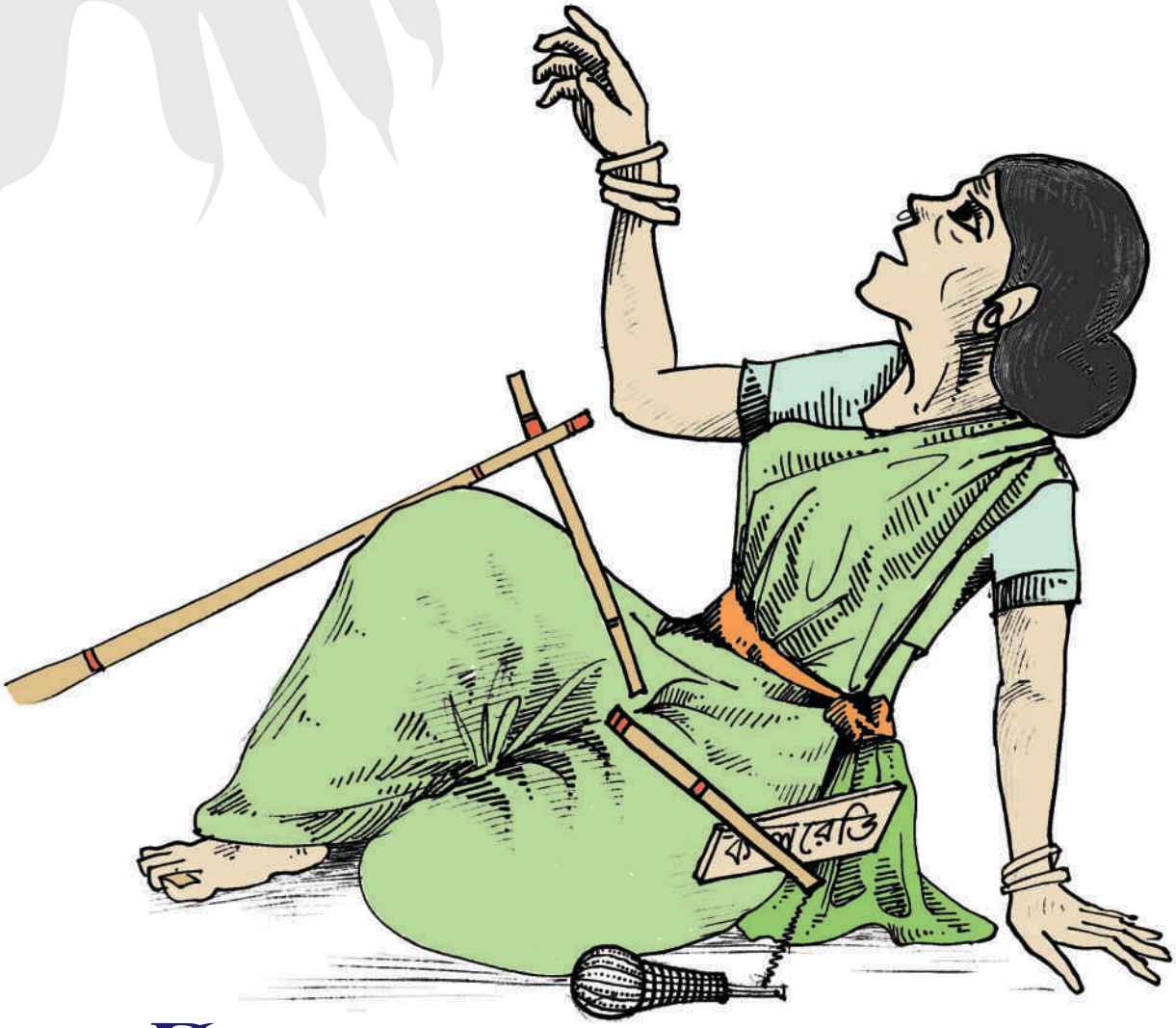

DEMOCRACYWATCH
Involving People, Building Democracy

ভূমিকা

স্বাধীনতার কিছু সময় পর থেকেই নারীদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। ১৯৯৭ সাল থেকে স্থানীয় সরকার আইন এর সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ শুরু হয়। এর ফলে নারীরা নারীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং ব্যাপকভাবে নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। একই সাথে চেয়ারম্যান পদের জন্যও পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার হারও বাড়তে থাকে যা খুবই আশাব্যঞ্জক।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সমাজে সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সহযোগিতা দরকার, অন্যথায় নারীদের এগিয়ে যাবার পথ খুবই সংকীর্ণ হয়ে যায়। এ বাস্তবতা হতে এখনো আমরা বের হতে পারিনি। তাই ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধিদের কাজের ক্ষেত্রে পুরষ সহকর্মীদের আচরণ কেমন তা বুঝা এবং বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরী। এই গবেষণার মাধ্যমে মূলত এ বিশ্লেষণেরই চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধিদের অবস্থা এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে পুরুষ সহকর্মীদের আচরণগত দিক বিশ্লেষণ।

গবেষণা এলাকা ও উত্তরদাতা

ডেমোক্রেসিওয়াচ এর অপরাজিতা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত এই গবেষণাটি ৪টি জেলার ৪টি উপজেলায় ৫১টি ইউনিয়নে সম্পন্ন হয় এ গবেষণায় ২০০ জন (নারী ১৪৩ জন ও পুরুষ ৫৭ জন) উত্তরদাতা সাক্ষাৎকার প্রদান করেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেখানে ৯৭ জন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য, ৩ জন সাধারণ আসনের নারী সদস্য, ৪৩ জন সম্ভাবনাময়ী নারী ও ৫৭ জন পুরুষের নিকট হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে।

এই গবেষণা কাজ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা ২৩ নভেম্বর ২০১৪ থেকে ৭ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়।

গবেষণার ফলাফল

সারণী ১: শিক্ষাগত যোগ্যতা

শ্রেণী	সংখ্যা	%	নারী	পুরুষ
প্রাইমারী পাশ	৩৪	১৭	২৭	৭
ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত	৫৭	২৮.৫	৫০	৭
এস এস সি পাশ	৪২	২১	৩৪	৮
এইচ এস সি পাশ	৩৮	১৯	১৮	২০
স্নাতক	১৪	৭	৬	৮
স্নাতকোত্তর	১১	৫.৫	৫	৬
সামান্য লেখা পড়া জানে ও অন্যান্য	৪	২	৩	১
মোট	**২০০**	**১০০**	**১৪৩**	**৫৭**

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাইমারী পাশ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন ৪৫.৫%, এসএসসি পাশ ২১%, এইচএসসি ১৯% পড়াশোনা করেছেন এবং স্নাতক পাশ ৭% ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন ৫.৫%।

চিত্র ২: বরাদ্দ নির্ধারনে/বণ্টনে ইউপি নারী সদস্যদেরকে অবহিত করা হয় কি না

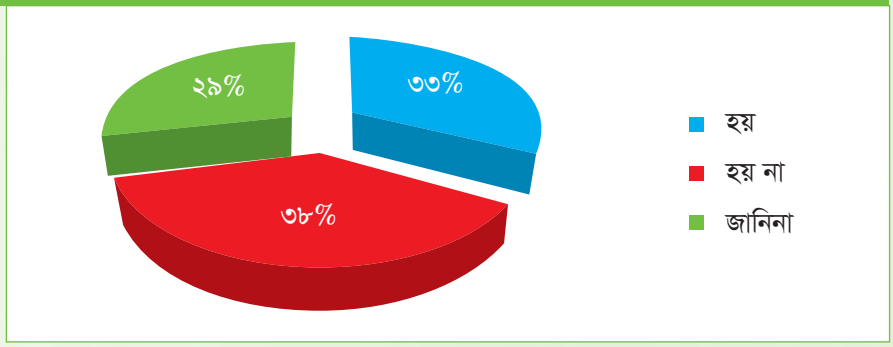

বরাদ্দ নির্ধারণে ও বণ্টনে ইউপি নারী সদস্যদেরকে অবহিত করা হয় কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে ৬৬ জন (৩৩%) বলেন তাদের অবহিত করা হয়। ৭৭ জন (৩৮%) উত্তরদাতা বলেন বিষয়টি অবহিত করা হয় না, ২৯% বলেন উত্তরটি তারা জানে না।

সারণী ২: পুরুষ সহকর্মীদের হস্তক্ষেপের ধরণ

হস্তক্ষেপের ধরণ	সংখ্যা	%
দলীয় লোকদের বরাদ্দ দেয়ার কথা বলে	২৬	২৪
নিজের সুবিধাভোগীদের প্রাধান্য দেয়া	৫১	৪৮
নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে বা পরামর্শ দিয়ে সুবিধা আদায়	১৯	১৮
প্রশাসনিক সুবিধা প্রদানের মিথ্যা আশা প্রদান করে	৮	৭
অন্য কিছু (শুধু স্বাক্ষর নেয়, জোর করে)	৩	৩
মোট	**১০৭**	**১০০**

১০৭ জন (৫৪%) উত্তরদাতা বলেন যে ইউপি নারী সদস্যদের নামে বরাদ্দকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পুরুষ সহকর্মীরা হস্তক্ষেপ করে এবং ৩২% বলেন কোন হস্তক্ষেপ করা হয় না। ১৪% (যারা ওয়ার্ড কমিটির সদস্য) উত্তরদাতা বলেন তারা বিষয়টি জানেন না এবং এরা সবাই কমিউনিটির ও বিভিন্ন ক্লাব-সংগঠনের সদস্য। অধিকাংশ সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিরা মনে করেন বরাদ্দকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পুরুষ সহকর্মীরা হস্তক্ষেপ করে।

নারী প্রতিনিধিদের স্থায়ী কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশে সভাপতি হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীদের প্রতিক্রিয়া বা দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, এ ব্যাপারে ৪৪% উত্তরদাতা বলেন পুরুষ সহকর্মীরা বিষয়টি ভালভাবে দেখে না, ৯% বলেন কটুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করে, ১১% বলেন সভা চলাকালীন সভাপতি হিসাবে মূল্যায়ন করে না, ৩৬% কোন মতামত

চিত্র ৩: সালিশে নারী প্রতিনিধির উপস্থিতি সম্পর্কে পুরুষ সহকর্মীর মতামত

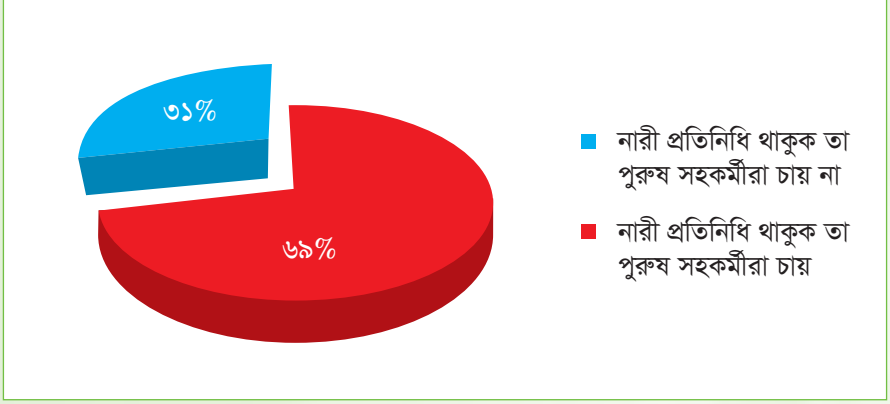

দেননি। বিভিন্ন কমিটি, উপ-কমিটির সভায় নারী প্রতিনিধির মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন বাধা আসে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৪৮% বলেন যে তারা এ ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হন।

স্থানীয় বিচার সালিশে নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের বিষয়ে পুরুষ সহকর্মীদের অবস্থান বা মনোভাবের ক্ষেত্রে ২০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৩৮ (৬৯%) জন বলেন নারী প্রতিনিধি থাকুক তা পুরুষ সহকর্মীরা চায় না এবং চাইলেও খুব বেশি কথা বলুক তা চায় না অথবা তারা নামে মাত্র হাজির থাকুক। ১০ (৫%) জন বলেন রাতে বা এমন সময় সালিশ আয়োজন করা হয় যাতে নারী প্রতিনিধিরা থাকতে না পারে, ৩৮ (১৯%) জন উত্তরদাতা অন্য বিষয়সমূহ বলেন যেমন- অনেকেই বলেন সহযোগিতা করেন এবং ভাল আচরণ করেন, কেউ কেউ বলেন সরাসরি বিচার কার্যে অংশগ্রহণ করেন এবং একটা অংশ বলেন নারীরা কোন বিচার কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ১৪ (৭%) জন কোন উত্তর প্রদান করে নাই।

রাজনীতির সাথে জড়িত কি না প্রশ্নটি ১২০ জনকে জিজ্ঞাসা করা হয় যারা বর্তমান ও সাবেক জনপ্রতিনিধি বা রাজনীতি করতেন। এদের মধ্যে ৪৯ জন বলেন তারা রাজনীতির সাথে জড়িত। দলীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী প্রতিনিধিদের মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীর আচরণ বিষয়ে দেখা যায় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত যারা তাদের মধ্যে ৬১% বলেন পুরুষ রাজনৈতিক সহকর্মীরা নারীদের মতামত শোনেন কিন্তু সিদ্ধান্ত তারাই গ্রহণ করেন। কোন বিষয় নিয়ে পুরুষ সহকর্মীর সাথে দ্বিমত/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব তৈরি হলে কোন ধরণের নির্যাতনের শিকার হতে হয় কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ১২৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫০ জন (৩৯%) বলেন যে নির্যাতনের শিকার হতে হয় যার মধ্যে মানসিক, অশালিন কথা বার্তা এবং হুমকি/ভয়ভীতি প্রদর্শন অন্যতম।

নারী প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের/সংগঠনের সাথে জড়িত থাকুক সে বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে পুরুষদের মধ্যে ৪৫% উত্তরদাতা বিষয়টিকে ভাল ভাবে দেখেন না বলে জানিয়েছে। ৯% উত্তরদাতা নারীদের সংগঠনের সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে কটুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রদান করেন। ৩৫% উত্তরদাতা সব জায়গাতেই নারীর প্রাধান্য রয়েছে যাকে নেতিবাচক বলে মন্তব্য করেন। এ ছাড়া ১১% উত্তরদাতা মনে করছেন যে, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নারীদের জড়িত থাকায় পুরুষ সদস্যদের প্রাধান্য কমে যাচ্ছে।

চিত্র ৪: সাবেক ও বর্তমান নারী প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

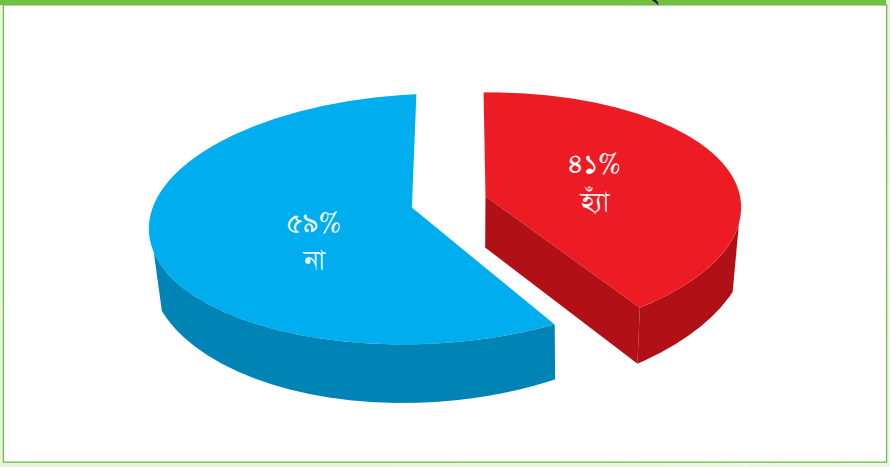

সাবেক ও বর্তমান নারী প্রতিনিধিদের ৪১% রাজনৈতির সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে, ৫৯% সাবেক ও বর্তমান নারী প্রতিনিধি রাজনীতির সাথে জড়িত নয়।

দলীয় বিভিন্ন কমিটিতে পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীর অবস্থান/আচরণ কেমন এই প্রশ্নের উত্তরে যে ৪৯ জন রাজনীতির সাথে জড়িত সাবেক ও বর্তমান নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ২৭% বলেন গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদানের অনিচ্ছা প্রকাশ বা বিরোধিতা করা হয়, ২০% বলেন কোন ধরণের পদ দিতেই অনিহা প্রকাশ করে, ২৯% বলেন শুধু নারী সংক্রান্ত পদ প্রদানে মত প্রকাশ করে, অন্যদিকে ১৮% বলেন গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদানের সহযোগিতা করে এবং ৬% বলেন সহযোগিতা করে না।

দলীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী প্রতিনিধিদের মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীর আচরণ বিষয়ে দেখা যায় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত যারা তাদের মধ্যে ৩০ জন (৬১%) বলেন পুরুষ রাজনৈতিক সহকর্মীর কথা শুনে কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত তারাই নেয়। ৬ জন (১২%) বলেন কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, ২ জন (৪%) বলেন মতামত প্রদানের সময় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা বিরুপ মন্তব্য করা হয় এবং অন্যদিকে ১১ জন (২৩%) বলেন নারী প্রতিনিধিদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্যবস্থাপনা

চিত্র ৫: নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্যবস্থাপনা (%)

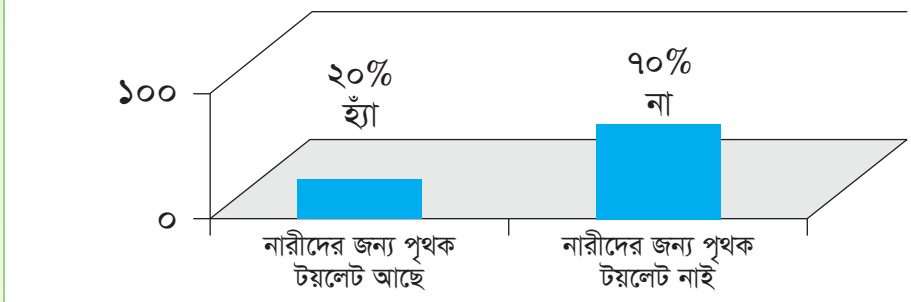

২০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪০ জন বলেন যে তাদের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য পৃথক টয়েলেটের ব্যবস্থা আছে এবং ১৪১ জন বলেন কোন আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নাই এবং ১৯ জন বলেন আমরা জানি না। এখানে দেখা যায় ৭০% বলেন নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট ব্যবস্থা নাই যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে এখনও একটা বৃহৎ অংশ ইউনিয়ন পরিষদ জেন্ডার সংবেদনশীল নয়।

উত্তরদাতাদের মধ্যে যে ৪০ জন (২০%) বলেছেন পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা আছে তাদের মধ্যে ২০ জন (৫০%) বলেন এটা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, ১৮ জন (৪৫%) বলেন নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় না এবং ২ জন (৫%) বলেন আমরা জানি না যে নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় কিনা।

ইউপি নারী প্রতিনিধিরা কোন স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য কি না এই প্রশ্নের উত্তরে ২০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮৪ জন (৪২%) উত্তরদাতা হ্যাঁ বলেন, ৩৮% উত্তরদাতা না বলেন এবং ২০% বলেন আমরা জানি না।

সুপারিশমালা

- ইউনিয়ন পরিষদকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য পুরুষ সহকর্মীদের সাথে কাজ করা দরকার এবং নারী ও পুরুষ সহকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান জরুরি।

- নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা যে সকল ইউনিয়ন পরিষদে নাই, সেসকল ইউনিয়ন পরিষদে পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা দরকার।
- নারী প্রতিনিধিদের প্রকল্প পরিচালনা এবং নেতৃত্ব উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা দরকার।
- নারী উন্নয়ন ফোরামকে আরো কার্যকরী করা যাতে তৃণমূলে নারী প্রতিনিধিদের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরতে পারে।

উপসংহার

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন আইন, নীতিমালা ও পরিকল্পনা একই সাথে প্রকল্পসমূহের মূল উদ্দেশ্য হলো নারী উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং জেন্ডারকে মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই গবেষণা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে এই সম্ভাবনার এবং সরকারের বিভিন্ন আইন, নীতিমালা ও পরিকল্পনার সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল বাঁধা হচ্ছে পুরুষ সহকর্মীদের মানসিকতা এবং আচরণগত দিকের পরিবর্তন খুব ধীর গতির। এখানে যে বিষয়টি খুবই আশাব্যঞ্জক তা হলো নারী প্রতিনিধিদের নেতৃত্বের উন্নয়ন, যার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এবং তাদের অধিকার নিজেরা সংরক্ষণ ও আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলার মত দক্ষতা অর্জন করেছে।